গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপরিচালকের কার্যালয়
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা
fisheries.khulnadiv.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০২.০০০০.৩০৪.৪২.০০১.২২.২৮৪

তারিখ: ১৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০২ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়- ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৪ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রসংঙ্গে।

উর্পযুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ০৫ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ই গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ কর্তৃক গৃহিত ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৪ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো ।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পরিচিতি নম্বর ০০২২০
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা
ফোন-০২৪৭৭৭০১০১৯(অ)
ddkhulna@fisheries.gov.bd

প্রাপক
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো-
১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
২। অফিস কপি

CamScanner

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ই গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৪ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণের উপস্থিতি

স্থান- সভাকক্ষ, উপপরিচালকের কার্যালয়, খুলনা বিভাগ, খুলনা

তারিখ- ০৫/০৫/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫
১	মো: রোকনুজ্জামান	DFO, মেহেরপুর	01712035580	
২	দীপক কুমার দাস	DFO, চুয়াডাঙ্গা	01984676706	
৩	শেখ মো. বদরুজ্জামান	DFO. নড়াইল	01712002563	
৪	মো: ফজলুর রেজা	DFO, ঝিনাইদহ	01915083880	
৫	মো: সাইদুর রহমান	DFO, সাতক্ষীরা	01716113673	
৬	মো: [illegible]	DFO, কুষ্টিয়া	01769459521	
৭	জয়দেব পাল	DFO, খুলনা	01722429389	
৮	বিশ্বজিৎ বৈরাগী	SAD, Khulna	01711088069	
৯	মো: আনোয়ার কবীর	DFO, Magura	01712612724	
১০	সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম	DFO, যশোর	01981232661	
১১	[illegible]	DFO, বাগেরহাট	01712515761	
১২	মো: শফিউল আহসান	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডিডি অফিস, খুলনা	01917223044	
১৩	জেরিন সুলতানা	AD, DD office Khulna	01716-569775	
১৪	[illegible]	AFO, DD office	01712-216680	
১৫	[illegible]	SAD, Khulna	01740578102	
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ই গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৪ প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আই ডিয়াটি কার্যকর আছে কি না বা প্রভাব/না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহিতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি না/উপকারভোগী	সেবার লিংক/প্রমান ক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	এপিএ ক্যালেন্ডার	মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের এপিএ-এর অর্ন্তভুক্ত সুশাসন ও সংস্কারমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর	কার্যকর আছে	আওতাধীন দপ্তরসমূহ(জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ)		
০২	"মৎস্য পঞ্জিকা (Fish Calendar)"	মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে জনবল স্বল্পতার দাপ্তরিক বিভিন্ন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন দূরূহ। মৎস্য পঞ্জিকা (Fish Calendar) মৎস্য অধিদপ্তরের এলাকাভিত্তিক মাছ চাষে বছরব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে বিধায় মাসভিত্তিক প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে কর্মকর্তা/কর্মচরীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং সম্পাদিত কাজের গুনগতমান বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের ব্যক্তি/পারিবারিক/সামাজিক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে পারবে। অফিস প্রধান মৎস্য পঞ্জিকা অনুসরণ করে কর্মকর্তা/কমর্চারীদের নৈমিত্তিক/অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। এমতাবস্থায় মৎস্য পঞ্জিকা (Fish Calendar) প্রস্তুত করলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তায় বছরব্যাপী সম্প্রসারণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম যথাসময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সহযোগি হিসাবে কাজ করবে।	কার্যকর আছে	আওতাধীন দপ্তরসমূহ (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ)		
০৩	বাগদা এবং গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া ও মাছ চাষের উপর ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ।	মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছ এবং চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগনের পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং মৎস্য/চিংড়ি চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ে মৎস্য/চিংড়ি চাষ বিষয়ক আধুনিক এবং যুগোপযোগী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে জনবলের স্বল্পতা থাকায় মৎস্য/চিংড়ি চাষ বিষয়ক আধুনিক এবং লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সহজলভ্য করা অত্যন্ত দূরহ। বর্তমান ইন্টারনেট প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে মাছ/চিংড়ি বা কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তিকে জনগনের দোরগোড়ায় সহজে স্বল্প সময়ে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বাগদা এবং গলদা চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের উপর ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে উপজেলা হতে দূরবর্তী এলাকার গলদা, বাগদা বা কাঁকড়া চাষীরা উপজেলাতে না	কার্যকর আছে	সমগ্র দেশব্যাপী	বর্তমানে চিংড়ি, ভেটকি, কাঁকড়া ও মাছচাষ সংক্রান্ত ৫৫ টি ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতপূর্বক youtube.com/@bdaquaculture ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড	

		এসেই তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছেন। তথ্য-উপাত্ত হাতের মুঠোয় থাকায় একজন চাষী সহজেই প্রযুক্তি জ্ঞানে সম্মৃদ্ধ হতে পারছেন এতে তাঁর তথ্য বিভ্রাট যেমন এড়ানো সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগে অর্থের অপচয় রোধ, যাতায়াতসহ নানাবিধ ব্যয় হ্রাসকরণসহ সম্ভব হচ্ছে এবং সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছ/চিংড়ি বা কাঁকড়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তি সহজলভ্য করায় অফিসে চাষীদের পরিদর্শন কমানো সম্ভব হয়েছে এবং একই সাথে বিভিন্ন স্থানে বা উৎসে চাষীদের বিক্ষিপ্ত যোগাযোগ হ্রাস পেয়েছে।			করা হয়েছে।	
০৪	মাটির পুকুরে গলদা চিংড়ির পি এল উৎপাদন।	বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী ২৭ টি হ্যাচারীসহ মোট ৩৫ টি গলদা চিংড়ির হ্যাচারী রয়েছে এবং এসকল গলদা হ্যাচারীর পিএল উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র কয়েক কোটি। কিন্তু চাহিদা রয়েছে মোট প্রায় ৩০০-৫০০ কোটি, এই বিপুল পরিমাণ পিএল এর চাহিদা মেটানের জন্য গলদা হ্যাচারীর যেমন সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সহজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন, যা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে পুকুরে উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান এমন এলাকা নির্বাচন করতে পারলে বিদ্যমান চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। উপকূলীয় যে সমস্ত এলাকায় ৮-১৫ পিপিটি লবণ পানি রয়েছে সেসমস্ত এলাকাকে নির্বাচন করে পরিকল্পিত উপায়ে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের একটি শিল্প এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব। বর্ণিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এই সকল এলাকার জলজ সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং উন্নত ও মানসম্মত ব্রুড ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে বিপুল পরিমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। কার্যক্রমটির বিস্তরণে দরকার লাগসই প্রযুক্তি, উন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা, চাষ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন। ইতোমধ্যে বর্তমান বৎসরে (মে-জুন ২০২৩) কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা ইউনিয়নের সন্নাসীর চক এলাকায় কার্যক্রমটির পাইলটিং করা হয়, সেখানে মাত্র ৮০ শতাংশ জলাশয়ে মোট ১৭৯ টি ব্রুড মজুদ করে মোট ৮,১০,৭০০ টি পিএল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে, যা উৎপাদকারী মোট প্রায় ১৮,৫০,০০০.০০ (আঠার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় বিক্রয় করেছেন। মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগনের পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং চিংড়ি চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ে মৎস্য/চিংড়ি চাষ বিষয়ক আধুনিক এবং যুযোপযোগী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করতে পারলে একদিকে যেমন দেশের মোট গলদা পিএল এর চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর হবে, অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকারী ব্যয় সাশ্রয়ী নীতি বাস্তবায়ন এবং তথ্য-প্রযুক্তির বিস্তরণ ঘটানোর জন্য সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার	কার্যকর আছে	সমগ্র দেশব্যাপী	বিগত বছরে ০৩ টি প্লটে মাটির পুকুরে গলদা পিএল উৎপাদন করে সফলতা পাওয়া গেছে এবং এই বছরে আরও ০৫ টি প্লটে গলদা পিএল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	

		দপ্তর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর উদ্যোগে কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহন করা হলে একদিকে উপকূলীয় ৮-১৫ পিপিটি লবণ এলাকার বিদ্যমান সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ পিএল এর চাহিদা সংকুলান করা সম্ভবপর হবে, অন্যদিকে বাংলাদেশের সমগ্র এলকায় উৎপাদিত পিএল সরবরাহের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বাড়িয়ে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভবপর হবে।				

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পরিচিতি নম্বর ০০২২০
উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ, খুলনা
ফোন-০২৪৭৭৭০১০১৯(অ)
ddkhulna@fisheries.gov.bd

CamScanner